

Printed by Ashutosh Ghose & Co.
at the Albert Press, 46, Shibnarain Dass' Lane,
CALCUTTA.

অশেষগুণদাম্পত্যবদান্তবর

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল শীল

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু-

মহাশয় !

যেমন দিনকরের প্রথর কিরণোভাপিত চাতককুল মহনা
নব জলধর দর্শনে পুলকিত হয়, যেমন চিরবিরহবিধি
নাগিকা, অকস্মাৎ হৃদয়নাথের মুখচন্দ্রমা দর্শনে, আত্মাকে
চরিতার্থ জ্ঞান করে, ও তাহার আক্সাদে হৃদয়-বহল প্রস্ফুটিত
হয়, সেইরূপ আজ আমিও এই নীতিপূর্ণ গাথাবলি পুস্তক
খানি আপনাতঃ শ্রীকরকমলে অর্পণ করিয়া, অপার আনন্দ-
সাগরে অবগাহন করিলাম। আপনি অমুগ্রহপূর্বক সরল মনে
গাথাবলির নীতিগর্ভ কবিতাগুলি পাঠ করিলে সমুদায় পরিশ্রম
সকল জ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হইব।

আপনার একান্ত অমুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

প্রেম্ভকার।

ভূমিকা ।

গান্ধালি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । ইহাতে যে কয়েকটি কবিতা সরিদেশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই নীচেরূপে পরিপূরিত । পাঠকগণ ! পাঠ করিতেই বৃত্তিতে পারিবেন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর লক্ষ্য করা হয় নাই । কেবল দেশের কতকগুলি জঘন্য রীতি সংশোধন করাই গ্রন্থকারের প্রদান উদ্দেশ্য । অবশেষে পাঠকগণ সমীপে আমার সন্নিয় নিবেদন এই যে, গান্ধালি পাঠ করিয়া, সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ কতকগুলি জঘন্য রীতির সংশোধন হইলে সমস্ত পরিভ্রম সকল জ্ঞান কবিতা চরিতার্থ হইবে ।

গ্রন্থকার

ক্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	সংস্কৃতি	অনুদিত	পুস্তক
২	১৩	দে কেহ	দে নাহি
৩৮	২	যদি মদা বাবু	যদি বাবু
৫১	১	পৈতিক	পৈতৃক
"	২	আজদালি	আজদালি
৬০	৬	ঘোঁরা	লীলা
"	১১	বেটী জনা	বেটী জন
৬২	১	কটু	কটু
৬৩	৮	উপাধীন	উপাভূত

গাথাবলি ।



(পদ্যনীতি ।)



ব্রহ্মবন্দনা ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথে করিয়া প্রণাম ।
রচিব পুস্তক দিয়া গাথাবলি নাম ॥
ইহাতেও যদি হয় অজ্ঞানের জ্ঞান ।
তবে ত জানিব মম সার্থক বিধান ॥
কিস্তি বিভূ বিনা কেবা আছে জ্ঞানদাতা ।
অতএব রচনাতে বিভূই বিধাতা ॥
ব্রহ্মরক্ষ্যে বিভূপদ করিয়া ধারণ ।
নীতিপূর্ণ গাথাবলি করিব রচন ॥

সরস্বতীবন্দনা ।

কোথা শো মা বাগবাণি, সত্যরূপা সনাতনি,

শ্বেতাস্বিনী শ্বেতপদ্মাসনা ।

চিন্তি তব গুণাবলি, রচিব গদ্যভাবলি,

লক্ষ্য করি সৃজন মন্ত্রণা ॥

করি মম চিত্তে বাস, তুলে দাও স্রবাতাস,

লেখনী চালাব তার বলে ।

যা লিখাবে কৃপা করি, শুগো সর্বশুভকরি,

তাহে জ্ঞান দিও গাথাদলে ॥

গাথাবলি ।

১

কুটুম্ব আলয়ে আজি হল নিমন্ত্রণ ।

কারণ বশতঃ পুন হইল বারণ ॥

বারণ-কারণ তায় যে কেহ জিজ্ঞাসে ।

নরগাথা বলা যায় তারে অনায়ামে ॥

২

একের নামের পত্র অন্যে খুলে পড়ে ।
নরগাথা সেই জন, তাহা নাহি নড়ে ॥

৩

কোন ব্যক্তি দায়গ্রস্ত ধনের কারণ ।
ধনি জানে কোন জনে করে নিবেদন ॥
সে নিজে না পারে অন্যে করে অনুরোধ ।
নরগাথা বলে তারে সকল স্রবোধ ॥

৪

কোন লোক লেখে পত্র করিয়া গোপন ।
সে কালে যে পড়ে তাহা, গাথা সেই জন ॥

৫

কোন কথা কার সঙ্গে না হইতে শেষ ।
অন্য জন প্রশ্ন করে বিষয়বিশেষ ॥
তাহার উত্তর তারে না দেয় সে জন ।
আরো মনে করে এটা গাথা সিচক্ষণ ॥

গাথাবলি ।

৬

প্রার্থনা করিলে ধনী স্বখে দেয় যাহা ।
অল্প বোধে ছুঃখী হয়ে নাহি লয় তাহা ॥
অধিক পাবার আশে বহু কথা কয় ।
বেদজ্ঞ হইলে তবু গাথা সে নিশ্চয় ॥

৭

কেহ পরামর্শ করে হইয়া নির্জন ।
গাথা সেই চেষ্টা করে করিতে শ্রবণ ॥

৮

স্বকার্য উদ্ধার হেতু অতি স্তুতি ক'রে ।
দেবের সমান করে ধনবান নরে ॥
এত স্তুতি করি তবু না হয় সন্তোষ ।
তাহাকে বলিতে গাথা নাহি কোন দোষ ॥

৯

পত্নী পুত্র কন্যা আদি নিজ পরিজন ।
কোন স্থানে নিমন্ত্রণে করিবে গমন ॥

নিজের নাহিক বহুমূল্য অলঙ্কার ।
চাহিয়া চিন্তিয়া আনে ভাল আছে যার ॥
সাজায়ে পাঠায় বেবা বাড়াইতে মান ।
জগতে নাহিক গাথা তাহার সমান ॥

১০

হস্ত তুলি অগ্রে বিপ্র ভূপের সদন ।
করিবেক আশীর্বাদ শাস্ত্রের লিখন ॥
কিন্তু যদি শূদ্রে অগ্রে করে আশীর্বাদ ।
অবশ্য হইবে তার গাথা অপবাদ ॥

১১

কোন ব্যক্তি কোন স্থানে নিমন্ত্রিত হয়ে ।
কর্তার আস্থানে সে ভোজনে বসে গিয়ে ॥
কন্মীর যে দেয় দ্রব্য দিল সমুদয় ।
তাহাতে যে জন কভু সন্তোষ না হয় ॥
ভাল হোক, মন্দ হোক অন্য দ্রব্য চায় ।
তাহার সমান গাথা কে আছে কোথায় ? ॥

১২

অধিক বয়সে পত্নী গত হয় যাব ।
 যদি উপযুক্ত পুত্র বশে থাকে তার ॥
 সে যদি বিবাহ-সুখ নাঞ্জে পুনর্বার ।
 তবে তারে গাথা বলে সবে বারে বার ॥

১৩

সম্ভ্রমসূচক বাক্য পুত্রে যেবা কয় ।
 বড় মেজো বাবু বধে দেয় পরিচয় ॥
 কার্য্য হেতু যদি কেহ জিজ্ঞাসে তাহায় ।
 বড় মেজো মেজো পুত্র আছেন কোথায় ? ॥
 পিতা বলে, দেখি নাই শুনিয়াছি কাণে ।
 বড় মেজো মেজো বাবু গেছেন বাগানে ॥
 নিজে তুচ্ছ ভাবি করে পুত্রের সম্ভ্রম ।
 এরে যে না বলে গাথা, তার অতি ভ্রম ॥

১৪

যদি কোন জন হয়ে পৃথিবীর পতি ।
 মনে করে মৃগ মান বাড়িয়াছে অতি ॥
 মহারাজ সহ নাম করিলে সাক্ষর ।
 অনায়াসে তারে বলা যায় থর-নর ॥

১৫

অনাহুত অতিথি বা ক্ষুধিত হইয়া ।
কোন গৃহস্থের বাটী গমন করিয়া ॥
আপনার ইচ্ছামত খাদ্য পেয় চায় ।
নরগাথা ভিন্ন তারে কিবা বলা যায় ॥

১৬

তাত্রকূট ধূমপান করে কোন জন ।
কেহ বা গড়িছে নুল দেখিয়া তখন ॥
কেহ বলে ছকা দেও, কেহ ধরে টানে ।
সে কিন্তু তখন তবু ক্ষান্ত নহে পানে ॥
তিন চারি জন ছঁকা করে টানাটানি ।
ইহারা কেমন গাথা বুঝে অনুমানি ॥

১৭

নিজ বুদ্ধি বিদ্যার প্রশংসা যেন করে ।
মনুষ্যের মধ্যে গাথা বলে সেই নরে ॥

১৮

কফপিত্ত বায়ু জন্ম হয় যত রোগ ।
 বিহিত ঔষধ দিবে যত দিন ভোগ ॥
 ঋষ্টিতি আরোগ্য যদি নাহি হয় তায় ।
 রোগীর পালক ভাবে কি করি উপায় ॥
 কারো উপদেশ পেয়ে রোজা ডেকে আনে ।
 ঝাড়ায়ে করিব ভালো এই দৃঢ় জ্ঞানে ॥
 তাহাতে বিশ্বাস করে ঔষধে বিরত ।
 হেন জন হয় গাধা রোগী হয় হত ॥

১৯

বিশিষ্ট সম্মান কেহ পরিচয় দিয়া ।
 পরিচিত হব, এই মানস করিয়া ॥
 প্রধান স্থানেতে যদি দ্বারী ভিন্ন যায় ।
 সে গাধা তখনি, তথা অপমান পায় ।

২০

আখড়াখ্য দেবালয় ত্রাঙ্গণ-ভবনে ।
 নিমন্ত্রণ যদি হয় প্রসাদ ভোজনে ॥

তাহাতে প্রণামী মুদ্রা না দেয় সে জন ।

অবশ্য সে জন হয়-গাধার মতন ॥

২১

চাক্ষুণ্য প্রত্যক্ষ নাই, নহে আশ্রয়পত ।

কেবল হইবে কেহ শব্দ পরিচিতি ॥

ইহাতে যে ক্রিয়া কর্তে নিমন্ত্রণ করে ।

সে জন গরজি-গাধা বলে বিশ্বাসের ॥

২২

যে জন ভাৰ্য্যাতে অনুরক্ত হয়ে দদা ।

মাতা পিতা ভ্রাতৃগণে রত নহে কদা ॥

অবজ্ঞা করিয়া সবে কাটায় জীবন ।

মনে ভাবে ভাৰ্য্যা বিনা প্রিয় কোন জন ? ॥

অবনীতে ভাৰ্য্যা বিনা কেবা আছে আর ? ।

রূপসীর শিরোমণি সংসারের মার ॥

মানিনী হইলে প্রিয়া ভানিয়ে বিপদ ।

অমনি মাছুনা করে ধরিয়ে শ্রীপদ ॥

বলে, কি লাগিয়ে, প্রিয়ে ! করিয়াছ মান ?

প্রিয়ভাবে তোষ মন তুলিয়া বয়ান ॥

তব জন্ম ত্যজিয়াছি পিতাদি স্বজনে ।

তবু মম প্রতি রোষ কেন, বরাননে ? ।

গুরুজনে করি হেলা, আদর প্রিয়ার ।

যে করে তাহার সম গাথা কেবা আর ? ॥

২৩

বন্ধুভাবে কোন লোক গেলে কোন স্থানে ।

তাঁহে সেই লোক যদি দাস সম জ্ঞানে ॥

স্বাধীন হলেও তবু মম লোক বলে ।

দাসভাবে মন্দবাক্য কহে কত ছলে ॥

মনে করে, মম সম বুদ্ধিমান নাই ।

তা নহিলে এরা সব কেন মম ঠাই ? ॥

এমন লোকেরে গাথা বলিতে কি ভয় ? ।

যে না বলে, সেও গাথা নাহিক সংশয় ॥

কুলটা-প্রণয়ে বদ্ধ হয়ে যেই জন ।

প্রাণ মন ধন জাতি করে সমর্পণ ॥

প্রেমে মত্ত করে সত্য হংসে জ্ঞানহীন ।

প্রিয়ে ! আমি এ সংসারে রব যত দিন ॥

তাবৎ তোমারে না ত্যজিব, বিধুমুখি ! ।

রহিলাম, প্রিয়ে ! হয়ে তব স্নেহে স্থখী ॥

পিতা মাতা ভ্রাতা আর ভগিনী বনিতা ।

পুত্র মিত্র আদি আর প্রাণের দুহিতা ॥

সর্বসম্মিধানে তারে লয়ে করে বাস ।

লজ্জা ত্যজি বেশ্যার পুরায় অভিলাষ ॥

যখন সে বারান্সনা বর্ম্মীয়সী হয় ।

তখনো তাহার সঙ্গে করে কালক্ষয় ॥

এমন জনেয়ে গাথা বলিতে কি ভয় ? ।

যে না বলে, সেও গাথা নাহিক সংশয় ॥

২৫

শত দোষে দোষী যেই এ মহীমণ্ডলে ।
 পরদোষ তদ্বেষণ করে কুতূহলে ॥
 যদি কিছু পরচ্ছিন্ন পায় সে যতনে ।
 অমনি প্রকাশে তাহা প্রফুল্ল বদনে ॥
 আপনার দোষ যদি গণনা না করে ।
 তাহারে বলিতে গাথা কোন্ জন ভরে ? ॥

২৬

হিন্দুবংশে জন্মি যেবা ন্নেচ্ছাচারী হয় ।
 ন্নেচ্ছ-ব্যবহারে সদা স্থিরচিত্তে রয় ॥
 অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় করে পান ।
 অপমণ্য গমন করি করে পুনঃ ভান ॥
 লোকালয়ে বলে মম সম হিন্দু কেবা ।
 আমিত যথার্থ করি হিন্দুধর্ম সেবা ॥
 গলে পরি তুলসীর মালা শুপাকার ।
 গলদেশে যজ্ঞসূত্র শোভার ভাণ্ডার ॥

পংক্তি মধ্যে অন্নাদির থালাদি ধরিয়া ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দেয় অঞ্জলি পুরিয়া ॥
 আপনারা মজিয়ে মজায় সবাকারে ।
 তাহারে বলিতে গাথা কেবা নাহি পারে ? ॥

২৭

বর্ণভ্রষ্ট হয় হিন্দু বংশেতে জন্মিয়া ।
 মাতা পিতা ভ্রাতা আদি স্বজন ত্যজিয়া ॥
 যবনের ভক্ষ্য পেয় দেবতা সমান ।
 ভক্ষণ করিয়া সদা মনে সুখ পান ॥
 সর্বদা করেন হেঘ স্বজনের প্রতি ।
 আত্মবন্ধু গুরুজনে নাহিক ভক্তি ॥
 শালগ্রাম শিলা বলি করে উপহাস ।
 ধর্মপত্নী ত্যজি বেষ্টালয়ে করে বাস ॥
 কিসের স্বরগসুখ ? কিসের নরক ? ।
 রাঁড় ভাঁড় এ জগতে সন্তোষদায়ক ॥

এতাদৃশ আশা-পাশে বদ্ধ যেই হয় ।

তাহাকে বলিতে গাথা কেবা করে ভয় ? ॥

২৮

পিতৃপিতামহ যার পণ্ডিতপ্রধান ।

কিন্তু সে আপনি মূর্খ, নাহি কোন জ্ঞান ॥

তবু মোকালয়ে গিয়া বলে আনি মানী ।

যেহেতু আমার পিতা, পিতামহ জ্ঞানী ॥

মূর্খ হয়ে এরূপে যে চায় নিজ মান ।

তাহাকে বলেন গাথা যত বিদ্যাবান ॥

২৯

বেশ্যালে থাকে সদা যে নারীর পতি ।

সহজে সে নারী রত উপপতি প্রতি ॥

যদি কেহ কহে তার পত্নী-পরিবাদ ।

সে কথা শুনিয়া বলে মিথ্যা অপবাদ ॥

যদি কেহ দেখাইয়া দেয় সেই রীতি ।
 তবু বলে মম ভাগ্য পতিব্রতা সতী ॥
 জানিয়া শুনিয়া তবু বেশ্যালয়ে রহে ।
 এমন জনেরে গাথা কেবা নাহি কহে ? ॥

৩০

কেহ নাহি মানে যারে নির্বোধ বলিয়া ।
 সর্বদা অবজ্ঞা করে নির্বোধ জানিয়া ॥
 কিন্তু সে উত্তম বেশ-ভূষা ভূষিত ।
 হইয়া সর্বত্র যায় হইতে পূজিত ॥
 বিজ্ঞভাবে কারো সঙ্গে যদি কথা কহে ।
 সে জন না শুনে, মুখ ফিরাইয়ে রহে ॥
 কেহবা বিদ্রূপ করে কৌশল করিয়া ।
 বেঁড়েকে বাড়ায়ে দেয় স্বর্গেতে তুলিয়া ॥
 তাহা না বুঝিয়া যেবা মান ভরে রয় ।
 নরগাথা মধ্যে সেই অগ্রগণ্য হয় ॥

৩১

বাটীর হইয়া কৰ্ত্তা যেই নরাধম ।
 না করে বিহিত কৰ্ম্ম সেই মূৰ্খতম ॥
 ব্যয়ের ভয়েতে হয় সতত কাতর ।
 বিরস ভাবেতে কাল কাটে নিরন্তর ॥
 এতাদৃশ জনে যেবা গাথা নাহি বলে ।
 তাহার সমান গাথা কে আছে ভূতলে ? ॥

৩২

শুশ্রূষায়েতে ভাৰ্য্যা কারণ বশতঃ ।
 যদি করে অবস্থিতি কিছু দিন মত ॥
 কিন্তু সে আপনি তথা না করে গমন ।
 বলে তথা গেলে মান হইবে পতন ॥
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে বলে জায়া শত্রীরাঙ্ক হয় ।
 পুণ্য পাপ সমভাগে ভাগ করি লয় ॥
 জায়া বিনা সংসার অসার সবে কয় ।
 জায়া বিনা কেহু কভু গৃহী নাহি হয় ॥

মাতা পিতা ভ্রাতা আর পুত্রাদি ভগিনী ।

সব বর্তমানে যদি না থাকে গৃহিণী ॥

তথাপি তাহারে সবে উদাসীন বলে ।

বাস্তবিক উদাসীন যত সেও চলে ॥

জায়া সঙ্গে করিয়া শ্রীরাম রঘুমণি ।

করেন অরণ্যে বাস চৌদ্দ বর্ষ গণি ॥

তঁার কি ছিল না মান অপমান-বোধ ।

অধিক কি কব ইথে বুঝহ, স্বেবোধ ! ॥

ভার্য্যা যথা তথা যেতে ভাবে অপমান ।

যে জন, সে জন হয় গাধার সমান ॥

৩৩

শিক্ষকশ্রেণীতে যেবা নিযুক্ত হইয়ে ।

পক্ষপাত করে, ছাত্র-উৎকোচ লইয়ে ॥

গল্প-অনুরক্ত যত ছাত্রদের সনে ।

গল্প করি কাটে কাল অজ্ঞান বদনে ॥

দু মিনিট পড়াইতে হয় হয় হতজ্ঞান ।
 তথাপি লোকের কাছে করে কত ভান ॥
 ছাত্র সব ছেড়ে যায় দেগিয়া কুরীতি ।
 তবু তার মনোমধ্যে নাহি হয় ভীতি ॥
 পিতৃভূল্য মনিবের মন রাখে ছলে ।
 স্বার্থসাধনের জন্য কত কথা বলে ॥
 ইহাতে না লজ্জা বোধ হয় নার চিতে ।
 তার ভূল্য গাথা আর আছে কি মহীতে ? ॥

৩৪

ভার্য্যা কণ্ঠা পুত্রবধূ অথবা ভগিনী ।
 গৃহমধ্যে থেকে যদি হয় কলঙ্কিনী ॥
 মান-ভয়ে যে তাহা করিয়া সংগোপন ।
 তাহাতে উৎসাহ দেয় হয়ে সমতন ॥
 কিস্বা কুলমধ্যে থাকি কুলনারীগণ ।
 কলঙ্ক-সাগর নীরে হয় নিমগন ॥

এতাদৃশ লোক যদি হতে চায় মানী ।

তাহারে বলিতে গাথা নাহি কোন হানি ॥

৩৫

নিজে শত দোষে দোষী জানিয়া শুনিয়া ।

অপরের দোষ সদা বেড়ায় খুঁজিয়া ॥

যদি পায় সজ্জনের বিন্দুমাত্র দোষ ।

অমনি লইয়া তাহা হইয়া সরোষ ॥

যথা তথা গিয়ে তাহা মুক্তকণ্ঠে কর ।

অনুক কি ছুরাচার শুন, মহাশয় ! ॥

করিয়া দুষ্কর্ম সদা কাটাতেছে কাল ।

মহাপাপী হয়ে সেটা খেলে পরকাল ॥

তাহার শুনিয়া কথা সবে য়ুহু হাসে ।

তাহা না বুঝিয়া তবু সে কথা প্রকাশে ॥

এ কেমন গাথা সঙ্কেত কর অনুমান ।

গাথা-শিরোমণি তাহা বলে বুদ্ধিমান ॥

৩৬

যদি ধনবান কোন ধনহীন জনে ।
 রাখেন বেতন দিয়ে কৰ্মের কারণে ॥
 আপনার কার্যে সদা হইয়ে বিবত ।
 ধনীর নিকটে হয় চাটুতায় রত ॥
 এইরূপে কিছু দিন হয়ে যায় গত ।
 মনিব হইয়ে রুষ্ট কহে কত মত ॥
 বলে তৌমা হতে কার্য্য না হল সফল ।
 দিবানিশি গল্প করি কাটাও কেবল ॥
 অতএব অদ্যাবধি যাও নিকেতনে ।
 এই কার্য্য দিব আমি অন্য কোন জনে ॥
 ইহা শুনি খুসি, তবু বিষাদ না ভাবে ।
 কেন না সে জন তবে গাধা পদ পাবে ? ॥

৩৭

পতিব্রতা পত্নী যদি কহে কটু কথা ।
 তাহাতে তাহার পতি মনে পেয়ে ব্যথা ॥

বারাঙ্গনালয়ে যায় হয়ে ক্রোধান্বিত ।
 তাহাদের মধুমাখা বাক্যে পুলকিত ॥
 হইয়া যে মজে সেই কুলটা-প্রণয়ে ।
 তারে বলিব না গাধা বল না কি ভয়ে ? ॥

৩৮

ভূপতি হইয়া যদি জ্ঞানহীন হয় ।
 অবিলম্বে হয় তাঁর আধিপত্য ক্ষয় ॥
 কেহ নাহি মানে, করে সকলেতে ঘৃণা ।
 ক্রমে ক্রমে হয় তাঁর অশেষ বদ্বন্দ্বা ॥
 তথাপি না সচেতন যেই রাজা হয় ।
 এমন রাজাকে গাধা সকলেই কয় ॥

৩৯

বুকিয়াতে সদা রত হয়ে যেই জন ।
 তেজীয়ান সঙ্গে দেয় তুলনা আপন ॥
 যথা কেহ বেশ্যা-প্রেমে হইয়ে মগন ।
 কালিদাস সহ করে তুলনা আপন ॥

বলে দেখ কালিদাস লম্পট হইয়া ।
 সদা করিতেন বাস কুলটা লইয়া ॥
 কুলের কার্মিনীগণে মজায়ে সতত ।
 ভাবে আমি হইলাম শ্রীকৃষ্ণের মত ॥
 যদি হতো এ সকল গহিতাচরণ ।
 তা হলে কি করিতেন মহাজনগণ ? ॥
 এরূপ প্রবোধে যেবা কালক্ষেপ করে ।
 তাহারে বলেন গাথা বিদ্বতম নরে ॥

৪০

অক্ষয় লোকেরে যদি কোন ধনিবর ॥
 অনুগ্রহ করিয়া করেন সহচর ॥
 অথবা কার্য্যেতে কোন নিযুক্ত করিয়া ।
 করেন পালন তারে বহু অর্থ দিয়া ॥
 কিন্তু সে নির্বোধ তাহে হয়ে অসন্তোষ
 অন্য স্থলে যেতে চায় হইয়া সরোষ ॥

তাহা দেখে সেই প্রভু হয়ে ক্রোধান্বিত ।
 তাহাকে জবাব দেন যাইতে নিশ্চিত ॥
 ইতস্ততঃ ভ্রমে তার কৰ্ম নাহি হয় ।
 তাহারে বলেন গাথা যত মহাশয় ॥

৪১

ধৰ্ম্ম উপদেশ দিয়া বেড়ায় সতত ।
 কিন্তু সে আপনি নহে অধর্মেতে রত ॥
 ধৰ্ম্মজ্ঞানী বলি করে লোকালয়ে ভান ।
 সে জন কি কভু নয় গাধার সমান ? ॥

৪২

নিজে দুঃখী কিন্তু কন্যা-বিবাহ লাগিয়া ।
 ধনাঢ্য লোকের গৃহ বেড়ায় খুজিয়া ॥
 নিজে তৃণকুটীরেতে থেকে বার মাস ।
 বড় লোক-সঙ্গে কুটুম্বিতা-অভিলাষ ॥
 যে করে, সে পরিণামে পায় নানা ক্লেশ ।
 না পায় দুহিতা-মুখ দেখিবারে শেষ ॥

অধিক কি কব তার যন্ত্রণার কথা ।
 জামাতাও তারে দেখে না নোঙায় মাথা ॥
 যদি কায়-রেশে কিছু পাঠায় তথায় ।
 অবজ্ঞা করিয়া তারা কিরিয়া পাঠায় ॥
 আর কি লিখিব তার দুঃখের বিষয় ।
 বিবেচক লোকে তারে সদা গাধা কয় ॥

৪৩

স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি প্রতি হইয়ে কৃপণ ।
 অন্য জনে করে নানা ধন বিতরণ ॥
 মনে করে ইথে মম হবে বড় মান ।
 কিন্তু তারে বলে সবে গাধার সমান ॥

৪৪

সুপণ্ডিত অধ্যাপকে করি অবহেলা ।
 মদ্যপায়ী বৈশ্যাসক্তে দান দেয় মেলা ॥
 দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র না দেয় কখন ।
 সে জন কি নহে কভু গাধার মতন ? ॥

৪৫

অর্থ-লোভে যেই জন অস্থির হইয়া ।
 পরকাল খায় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ॥
 কেহ নিজ ভার্য্যারে করায় উপপতি ।
 খাইতে বেশ্যার কড়ি সদা স্বকি মতি ॥
 না করিয়া ভয় এতাদৃশ কার্য্যে রত ।
 যে হয়, তাহারে গাধা বল পার যুত ॥

৪৬

প্রাণের সমান ভার্য্যা হইলে নিধন ।
 অতিশয় শোকে মুগ্ধ হয় যেই জন ॥
 ইতস্তত ভ্রমে সদা সেই কথা কয় ।
 পাগলের মত যথা তথা বসে রয় ॥
 বলে মম ভার্য্যা সম নারী নাহি আর ।
 রমণীর শিরোমণি সংসারের সার ॥
 স্নকেশী সুনামা তার হরিণ নয়ন ।
 শয়নে স্বপনে সদা করি দরশন ॥

পরাম্পর পরব্রহ্মে নাহি ভাবে মনে ।

সে এক জঙ্গলে গাধা মনুষ্য-ভবনে ॥

৪৭

সংবাদ পত্রের যেবা সম্পাদক হয় ।

সে যদি দেশের হিতে নিযুক্ত না রয় ॥

ধনী কিম্বা দরিদ্রের প্রতি সমভাবে ।

নাহি লেখে সত্য কথা পক্ষপাতি ভাবে ॥

না লেখে দেশের হিতকর সমাচার ।

পরানন্দা পরচর্চা করে অনিবার ।

অর্থ-লোভে লেখে সদা অকথা কখন ।

সে জন কেমন গাধা বুঝা বিচক্ষণ ॥

৪৮

অল্প ধনে ধনী হয়ে বাণিজ্য যে করে ।

মূল ধন যায় তার, মনোদুখে মরে ॥

সর্বস্ব হারিয়ে শেষে জবু থবু হয় ।

বুদ্ধিমান লোকে তারে সদা গাধা কয় ॥

৪৯

নিজে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জগতে বিদিত ।
কিন্তু জ্ঞানী হইবারে সর্বদা বাঞ্ছিত ॥
বিদ্বান্ দ্বারায় কোরে গ্রন্থাদি রচনা ।
স্বনামে ভনিতা দিয়া যে করে ঘোষণা ॥
তাহার কি কব কথা कहেনে না যায় ।
স্বপণিত লোক সদা গাথা কহে তায় ॥

৫০

মিথ্যা কথা নিরন্তর কহে বেই জন ।
কদাচ সে নাহি হয় বিশ্বাস-ভাজন ॥
ধরা পড়ে পদে পদে না হয় চৈতন ।
তথাপি কহিয়া মিথ্যা ভ্রমে অক্ষুণ্ণ ॥
এতক্রমে কালক্ষয় করে বেই নর ।
সে কেমন মূর্থ গাথা বুঝা বিজ্ঞবুর ॥

৫১

পিতৃপিতামহ বার মুচ্ছদি প্রভৃতি,
করেছেন কৰ্ম করি ধনের উন্নতি ॥

তাঁহাদের পুত্র যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ ।
 ধনহীন হয়ে দুঃখ পায় অবিরত ॥
 তথাপি সামান্য কৰ্ম করিতে না চায় ।
 তাহাকে বলিতে গাধা নাহি কোন দায় ॥

৫২

ভদ্রবংশে জন্মিয়া যে হয় মূর্থতম ।
 ভদ্রলোক সন্নিধানে সে হয় অধম ॥
 ভদ্রলোক নিকটে না পেয়ে নিজ মান ।
 যায় যথা থাকে সদা ইতর-প্রধান ॥
 স্বাকরা-দোকানে কিম্বা ছুতার-নিলয়ে ।
 দেখয়ে আপন মান তথা প্রবেশিয়ে ॥
 যাবামাত্র তারা কয় বাঁড়ুয্যে মশয় ।
 “আস্থন আস্থন আজ বড় ভাগ্যোদয় ॥
 দে রে বসিবার স্থান আনি শীত্র করি ।
 অস্থরি তমাক দে রে কলিকায় ভরি ॥

হুকার জন্তেতে ভাবে স্বাকরা ছুতার ।
 ব্রাহ্মণ বলেন কেন ভাবনা তোমার ॥
 তোমাদের ব্রাহ্মণের হুকা খাব আগি ।
 তাহার লাগিয়ে কেন ভাবিতেছ তুমি ॥
 বন্ধুতা ভাবেতে দেখ কিবা নাহি হয় ।
 এক পাতে খায় সব নাহিক সংশয় ॥
 এইরূপে প্রতিদিন আসে যায় তথা ।
 গান-বাদ্য-আলাপনে সন্তোষ সর্বথা ॥
 এতদ্রূপে যেই ব্যক্তি নীচ সহবাসে ।
 আপনাকে মানী জ্ঞান করে অনায়াসে ॥
 ইহার সদৃশ গাধা নাহি কোন জন ।
 তারে যে না গাধা বলে, গাধা সেই জন ॥

৫৩

ধনাঢ্য হইয়া যেরা ধন উপভোগে ।
 বঞ্চিত হইয়া সদা নানা দুঃখ ভোগে ॥

ক্ষুধার্ভকে না খাওয়ায় না খায় আপনি ।
 মতত মুখেতে করে হাহাকার ধনি ॥
 লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে কিছু নাহি মম ।
 এ জগতে কেহ নাই দুঃখী মম সম ।
 যাচকেরে নাহি দিয়া আত্মাকে বঞ্চিয়া ।
 নিয়ত সঞ্চয় করে ধন উপার্জিয়া ॥
 ইহার সদৃশ গাথা নাহি ভ্রমণে ।
 সেও গাথা তারে সেই গাথা নাহি বলে ॥

৫৪

সভাতে বিদ্বান যদি পক্ষপাতী হয় ।
 জানিয়া শুনিয়া বাক্য সত্য নাহি কয় ॥
 উৎকোচ লইয়া এক পক্ষে হয় রত ।
 অথবা বেতন আশে কহে প্রভুমত ॥
 কিস্বা চক্ষুলজ্জা হেতু য়ুহু স্বরে কয় ।
 দু জনের বাক্য যেই তুল্য করি লয় ॥

বিচার সঙ্গত কথা মুখে নাহি আনে ।
বিদ্যাবান জনে তারে গাথা বলি মানে ॥

৫৫

বে মনিব স্নীয় ভৃত্যো দেখিয়া সুরীতি ।
তথাপি না হন কভু তৎপ্রতি স্তপ্রীতি ॥
যদি তার প্রশংসা বাধানে ভদ্র জনে ।
তা শুনি বিরক্ত অতি হন মনে মনে ॥
পাছে তার বেতন করিতে হয় বুদ্ধি ।
যে প্রভু ভাবেন ইহা তিনি হতবুদ্ধি ॥
দোষ গুণ বিচারে যে প্রভু হতজ্ঞান ।
তঁাহারে বলেন গাথা যত বুদ্ধিমান ।

৫৬

ধনী লোক কোন কার্য্য করি অনুষ্ঠান ।
আত্মবন্ধু জনে তার করেন প্রদান ॥
আত্মীয়গণের মধ্যে প্রধান স্থালক ।
পুত্রাদির কিস্তি নিজ স্বশুর বালক ॥

ইহলে অযোগ্য তবু ধনী সেই পাত্রে ।
 করেন অর্পণ কার্য্য কোন কার্য্যসূত্রে ॥
 কিন্তু সে নির্বোধ স্বীয় ভগিনীর বলে ।
 করয়ে যথেষ্টাচার বিবিধ কৌশলে ॥
 উচ্চ পদারূঢ় হলে নাহিক নিস্তার ।
 স্বপ্রভুতা সকলে জানায় বারবার ॥
 সর্ব্বাধ্যক্ষ যদি ডেকে কহেন তাহায় ।
 অমুক বসিয়ে আছে অলসের প্রায় ॥
 কোন কৰ্ম্ম নাহি করে রয়েছে বসিয়া ।
 নীতি অনুসারে তুমি বল তারে গিয়া ॥
 অমনি সে মুঢ়মতি কুপিত হইয়া ।
 ডাকায় অন্তরে দিয়া তর্জ্জন করিয়া ॥
 বলে দন্তে তোমা লাগি আমি গালি খাই
 অলস তোমার সম দুটি দেখি নাই ॥
 ইহা বলি আর কত কহে আরোপিত ।
 সকল অলীক পরে হয় প্রকাশিত ॥

এমন জনেরে গাথা বলিতে কি ভয় ? ।

যে না বলে সেও গাথা, নাহিক সংশয় ॥

৫৭

ব্রাহ্মণাদি কুটুম্ব বা অতিথি-ভোজন ।

দেবার্চনা যাগ যজ্ঞ তীর্থ-পর্যটন ॥

ইত্যাদি পুণ্যানুষ্ঠান করি যেই জন ।

যথা তথা সেই গল্প করে অনুক্ষণ ॥

পাকত জানায় সবে নিজে পুণ্যবান ।

সেই এক গাথা, তাহে নাহি কিছু আন ॥

৫৮

শাকাম্ভ ভোজন কিম্বা বিবিধ ব্যঞ্জন ।

করিয়া যে লোকালয়ে বলে অনুক্ষণ ॥

মম গৃহে নিত্য হয় উত্তম রন্ধন ।

বারোটা ব্যঞ্জন কমে না হয় ভোজন ॥

ব্যঞ্জনের পারিপাট্য কহিবু হে কত ।

সদ্য দধি সদ্য স্নাত দুগ্ধ ঘনীভূত ॥

এমন লোকেরে গাধা কেবা নাহি বলে ।

সে না বলে সেও গাধা জানিহ সকলে ॥

৫৯

হইলে যুবতী ভাগ্য্য সদা তারে লয়ে ।

গৃহ মধ্যে থাকে নাহি যায় লোকালয়ে ॥

ভাবে পাছে প্রিয়া মম করে উপপতি ।

এ ভয়ে চক্ষের আড় না করে যে পতি ॥

তাজিয়া সকল কৰ্ম গৃহে করে বাস ।

নানা দুঃখ পায় তবু না যায় প্রবাস ॥

যুবতীর বাক্যে সদা উঠে আর বসে ।

এমন লোকেরে গাধা বল অনায়াসে ॥

৬০

বয়োজ্যেষ্ঠা ধনবতী কামুকা যে নারী ।

ধন লোভে তার সঙ্গে মজে প্রেম করি ॥

সর্বদা সুখান্য থায় লক্ষ্য ধুতি পরে ।

সদা স্থখে রাখে বুড়ী রসের নাগরে ॥

ভাল খেয়ে ভাল পরে সগুমার্ক হয়ে ।
 বাবু সেজে নিরন্তর ভ্রমে লোকালয়ে ॥
 মনে করে বহু ধন পাব মলে বুড়ী ।
 এ আশায় সদা পড়ে থাকে তার বাড়ী ॥
 পতিত্বতা ভাগ্য্য ত্যজি থাকে তারে লয়ে ।
 এ কেমন গাথা দেখ সকলে বুঝিয়ে ॥

৬১

যদি কেহ থাকে লয়ে সদা উপপত্নী ।
 মাতা পিতা হয় তার কোটনা কুটনী ॥
 ছেলের রাঁড়ের সঙ্গে করে আলাপন ।
 তাহারে পাঠায়ে দেয় অম্মাদি ব্যঞ্জন ॥
 পুত্রমন যোগাইতে অনুরক্ত হয় ।
 তাহা দেখে ছেলেবাবু ছফ্ট অতিশয় ॥
 করিয়ে এমন কৰ্ম্ম পুন চায় মান ।
 ইহারা কেমন গাথা বুঝ বুদ্ধিমান ॥

৬২

মূৰ্খ আর শমগুণ বিহীন যে জন ।
সে যদি তপস্যা কার্য্যে হয় নিমগন ॥
তপঃসিদ্ধি নাহি তার হয় কদাচন ।
ভাহারে বলেন গাথা যত জ্ঞানীগণ ॥

৬৩

মৎসরস্বভাবাস্থিত হয়ে যেই জন ।
ধৰ্ম্মশীল হতে পুনঃ করে আকিঞ্চন ॥
নাহি হয় ধৰ্ম্ম তার, বৃথা কাল যায় ।
সে গাধারে দেখি সব ধার্ম্মিক পলায় ॥

৬৪

মূৰ্খ হয়ে সদা করে মান অব্বেষণ ।
ভুলেও না ভাবে স্বীয় দুর্দশা কেমন ॥
যদ্যপি সে হতে চায় পুনঃপুনঃ মানী ।
সে কেমন বুনো গাধা বুঝ অনুমানি ॥

৬৫

পরাম ভোজন করি বেড়ায় যে জন ।
তথাপি সে নিজের শুচি ভাবে অনুক্ষণ ॥
হেড়া ভেড়া গোস্ব খায় মাখন পনীর ।
অথচ জানায় সে পবিত্র অতি ধীর ॥
অন্য শুচি জনে হেরি সদা করে দ্রেষ ।
সে জন পাহাড়ে গাধা জানিহ বিশেষ ॥

৬৬

আসন্ন কালেতে যদি কোন ধনপতি ।
বিষয়ের ভার দেন নিজ ভার্য্যা প্রতি ॥
রূপসী যুবতী যদি সে রমণী হয় ।
অপুত্রিকা কিম্বা থাকে শৈশব তনয় ॥
এতাদৃশ ব্যাপারেতে যে ঘটনা হয় ।
অনুভব করিয়া বুঝি বিজ্ঞচয় ॥
আত্ম বন্ধু ধার্মিক জনেয়ে না বিশ্বাসে
এতাদৃশ জনে গাধা বল অনায়াসে ॥

৬৭

জননী কুলটা হয়ে উপপতি করে ।

তাহার তনয় যদি সদা বাবু হয়ে ফেরে ॥

লজ্জামাত্র তাহার মনেতে নাহি হয় ।

সকলের সঙ্গে কথা সমভাবে কর ॥

গা ছুলিয়ে ভ্রমে সদা গোঁপেতে তা দিয়ে ।

সে কেমন গাধা তাহা দেখহ বুঝিয়ে ॥

৬৮

মূর্খের সন্তান যদি কিছু বিদ্যা শিখে ।

আহ্লাদে উন্নত হয় মূর্খ তারে দেখে ॥

মহামহ পণ্ডিতের সম্মিথানে কর ।

মম পুত্র সদৃশ না দেখি মহাশয় ॥

বড় বড় বিদ্বানে করেছে পরাজয় ।

বিচারে জিনিতে তারে কার সাধ্য নয় ॥

তার কথা শুনে সব বিজ্ঞ জনে হাসে ।

মনে মনে গাধা তারে বলে অনায়াসে ॥

৬৯

পণ্ডিতের সঙ্গে কোন মূর্থ মূঢ়মতি ।
 বিচারে প্রবৃত্ত হয় নাহি করে ভীতি ॥
 কহিয়া অসার বাক্য করে গগুগোল ।
 হস্তপদ নাড়ে যেন উন্মত্ত পাগল ॥
 মনে করে ইহা করি হব আমি মানী ।
 কিন্তু তারে গাথা বলে থাকে যত জ্ঞানী ॥

৭০

কাল কি থাইবে যার নাহিক সংস্থান ।
 সে যদি নবাবী করি করে সব দান ॥
 তার পরিবার সব অন্নাদি অভাবে ।
 দুঃখ পায় সদা, তবু তাহা নাহি ভাবে ॥
 সকলে জানায় বড় দাতা সে আপনি ।
 এ কেমন গাথা সবে দেখ অনুমানি ॥

৭১

বৃদ্ধ লোক যদি হয় ধর্মকর্মহীন ।
 উপার্জনাসক্ত হয়ে ভাবে চিরদিন ॥

পুজাদি সকলে তার উপার্জনক্ষম ।
 তথাপি নাহিক সুখী হয় সে অধম ॥
 অনায়াসে সংসার পালন তারা করে ।
 তথাপি উপায় হেতু ঘূরে ঘূরে মরে ॥
 চলিতে সমর্থহীন লাঠী ধরে যায় ।
 ইতস্ততঃ ভ্রমে যদি কোথা কিছু পায় ॥
 নাহি করে বিভুচিন্তা পূজাদি ভজন ।
 সেই এক বড় গাধা বলে সাধু জন ॥

৭২

সংকুলে জন্মিয়া যেনা হয় মুখ্যতম ।
 কুলান্দার সেই নর বংশের অধম ॥
 লেখা পড়া করি ত্যাগ, ভ্রমে অবিরত ।
 তাহারে বলেন গাধা ভদ্রলোক যত ॥

৭৩

পরাধীন লোক যদি বাঞ্ছে সদা সুখ ।
 তাহাতেই বাড়ে তার নিরন্তর দুঃখ ॥

তবু ইচ্ছামত কৰ্ম করিতে সে চায়,
তাহার সমান গাথা কে আছে কোথায়

৭৪

গৃহেতে রূপসী নারী রসিকার শেষ,
রূপে গুণে ধরা ধন্য রমণীয় বেশ,
যোগায় পতির মন নানাবিধ রমে,
তবু পোড়া পতি তার থাকে বেশ্যাবসে ।
গুণবতী নারী পানে ফিরিয়ে না চায়,
হেন জনে অনায়াশে গাথা বলা যায় ।

৭৫

“অবলার ধর্ম আর পুরান অশ্বর,
এই দুই রক্ষা পায় যতনে বিস্তর ।”
ইহাতে অযত্ন সদা করে যেই নর,
তার সম গাথা কেবা অবনী ভিতর ।

৭৬

অতুল ঐশ্বর্যশালী কোন ধনবান,
 সুশীল সুজন অতি ধীর মতিমান,
 লইয়ে বাস্তুবগণে হরষিত মনে,
 নিয়ত আমোদে রত বাগানে ভবনে।
 মুক্ত হস্ত ধনিবর যে জন যা চায়,
 সকলের পূর্ণ আশা ধনির কৃপায়।
 তার মধ্যে স্বার্থপর হয়ে কোন জন,
 আপনার স্বার্থ হেতু বিচলিত মন।
 পরহিঁদ্রে অশ্রেষণ করিয়া যতনে,
 নিয়ত লাগায় সেই ধনির সদনে।
 গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে অপরের কাছে,
 তাহার সমান গাথা ত্রিলোকে কে আছে।

৭৭

ধন রত্ন নাহি চায়, ধনির নিকটে যায়,
 শিখিয়াছে ভোষামদ বিবিধ প্রকার,

বাবু-আনা বেশ ধরে, জন উচু নিচু করে,
এজগতে গাথা কেবা সমান তাহার ।

৭৮

যদি কোন ধনবান পুত্রের কারণ,
নারী সঙ্গে পুন দার করেন গ্রহণ ।
সে নহে গর্হিত কাজ অবনী ভিতরে,
পুত্রধন আশা করে সকলেই করে ।
কিন্তু উভয়ের মন রাখা চাই তার,
নতুবা দুখের হয়—সুখের সংসার ।
নবীনার নবরসে হইয়ে বিভোর,
প্রবীণা নারীর আর করে না আদর ।
না যায় তাহার পাশে তত্ত্ব নাহি লয়,
নবীনার সঙ্গে রঙ্গে প্রেমালাপে রয় ।
কাজেই প্রথম নারী মরমে মরিয়ে,
নালিস করেন কোটে উকিল ধরিয়ে ।

তথাপি সে ধনিবর না হয় চেতন,
 কোটে দরশন দেন পাইয়ে শমন।
 স্ত্রীর সনে মোকদ্দমা করে প্রাণ পনে,
 বল দেখি তারে গাথা না বলি কেমনে।

৭৯

এ ভব ভবনে, মানব জীবন,
 কেনী জানে প্রিয় হয় সবার,
 এমন জীবনে, অপদার্থ জ্ঞান,
 যে জন করে—সে অতি অসার।
 স্ত্রী করি পান, সঁপিয়াছে প্রাণ,
 প্রাণের সোদর কালের করে।
 প্রাণের বান্ধব, স্ত্রীর কারণে,
 কত কষ্ট পেয়ে অকালে মরে।
 এমুখ হেরিয়ে, তথাপি যেজন,
 ভুব দিয়ে রয় স্ত্রী সাগরে,

সুশীল সৃজন, হলেও সেজন,

গাথা বলি তারে আদর করে ।

৮০

কৃতিবান হয়ে যেই মেগের বচনে,

স্বশুর আলয়ে রয় তাজিয়ে স্বজনে ।

অতুল ঐশ্বর্যশালী যদিও সে হয়,

গর্দভ বলিতে তারে কেবা করে ভয় ।

৮১

যদি কোন ভদ্রলোক সুশীল সৃজন,

বন্ধুলয়ে বেশ্যালয়ে করেন গমন ।

বন্ধু সহ সুরাপান করি অপ্রমিত,

কলহ ঘটায় ক্রমে বেশ্যার সহিত ।

শয্যা আদি নষ্ট করে ভাস্ত্রে অলঙ্কার,

অবশেষে ক্রোধভরে করেন প্রহার ।

পরদিন বেশ্যা সহ পুলিশে দাঁড়ায়,

তাহার সমান গাথা কে আছে কোথায় ।

৮২

কোন ব্যক্তি প্রচুর ধনের অধিকারী,
 কিন্তু কেহ নাহি তার উত্তরাধিকারী।
 পুত্র পৌত্র দৌহিত্র বা ভ্রাতা ভাগিনাদি,
 আত্মজন নাহি রয় করিতে ভোগাদি।
 তথাপি সে আপনাকে বঞ্চনা করিয়া,
 যাচকদিগকে সদা তাড়াইয়া দিয়া।
 নিত্য নিত্য সঞ্চয় করিতে হয় পরত,
 আত্মাকেও দুঃখ দিতে না হয় বিরত।
 অবশেষে মৃত্যুকালে ভাবে সে অজ্ঞান,
 কি হবে ধনের গতি গেলে মগপ্রাণ।
 সে মরিলে সেই ধন রাজকোষে যায়,
 ইহারে বলিতে গাথা কেবা ভয় পায়।

৮৩

মেয়ে সুখী হ'বে বলে দেয় ভাল বনে,
 মেয়ের না হলে সুখ তাহাতে কি করে।

বয়েসে প্রবীন কিন্তু আছে বহু ধন,
 জলদোষে পড়িয়াছে ছুচার দশন ।
 ধন লোভে আপনার কুমারী রতনে,
 যদি কেহ বিভা দেয় সে প্রবীণ জনে ।
 এমন বরকে যেবা কন্যাদান করে,
 প্রধান গর্দভ সেই অবনি ভিতরে ।

৮৪

ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম প্রধান কুলীন,
 করিতে শতেক বিভা না হয় মলিন ।
 শত নারী নিয়ে রাখিবেন কুল মান,
 আগে আগে উড়ে তার কলঙ্ক নিশান ।
 এত বিয়ে যাহার করিতে নাহি ভয়,
 তাহারে বলিতে গাথা উচিত কি নয় ?

৮৫

চিকিৎসক যদি হয় অতি বিচক্ষণ,
 তার করে করা যায় জীবন অর্পণ ।

কিন্তু যদি স্বর্গাদেবী দয়া করে তাম,
 প্রতিপত্তি লাভ নাহি হয় চিকিৎসায় ।
 মাতাল বলিয়ে তারে সবে স্থগা করে,
 সেজন কি গাথা নয় অবনী তিতরে ?

৮৬

অকালে তনয় মলে। বিধি বিড়ম্বনে,
 বিধবা হইয়ে বধু রহিল ভবনে ।
 শশুর উইল করে করিয়ে শ্রবন,
 আদালতে বধু যাতা করিল গমন ।
 আপনার ধন নয় শশুরের ধন,
 কি ভাবিয়ে উদ্ধতনে ত্যজিল জীবন ।
 বধুকে খোরাকি দিতে হইল স্রিয়মাণ,
 না দেখি দ্বিতীয় গাথা তাহার সমান ।

৮৭

ধনির হইল ইচ্ছা জীব পূর্বাটনে,
 গুরু করি লইলেন প্রেমলী বন্ধনে ।

তনয় তনয়া আদি আত্মীয় স্বজন,
সকলেরে লয়ে যান হুরষিত মন ।
তা দেখি বাবুর উপপত্তী করে রাগ,
তারেও নিলেন বাড়াইয়ে অনুরাগ ।
রাঁড় আর মাগ নিয়ে তীর্থ পূর্বাটন,
স্বধীর পাঠক ! বল এ গাথা কেমন ।

৮৮

হৃদরিদ্র লোক যদি করে অভিনায ।
তাহার অসাধ্য কর্ম করিতে প্রকাশ ॥
কদাচ না পারে তাহা করিতে সফল ।
তথাপি মহৎ কর্ম বাঞ্ছে সে কেবল ॥
তাহার মনের বাঞ্ছা মনোমধ্যে রয় ।
বিজ্ঞ লোকে তাহারে সতত গুণা কয় ॥

৮৯

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে জন ।
নাহি করে ধর্ম কর্মে মন সমর্পণ ॥

নাস্তিকতা ভাবে কথা কহে নিরন্তর ।

বেদজ্ঞ হইলে তবু গাথা সেই নর ॥

৯০

ঈশ্বর করেন যার প্রতি অনুগ্রহ ।

তাহাকে করিতে ছোট বাঞ্ছে যদি কেহ ।

পদে পদে অপদস্থ সে হিংস্রক হয় ।

তথাপি সেজন ধর্মো নাহি করে ভয় ॥

পুনঃপুনঃ হিংসা করি খায় পরকাল ।

সে এক জঙ্গলে গাথা বিষম জঞ্জাল ॥

৯১

অসাক্ষাতে করে নিন্দা সাক্ষাতে প্রণয় ।

পুন সেই হতে চায় প্রিয় অতিশয় ॥

সজ্জন জানেন তারে তাঁহার সে বৈরী ।

তবু সে ছুরাত্মা আসে করিয়া চাতুরী ॥

কথা কয় নানা ছলে মন তুষিবারে ।

যদি কোন কোশলেতে প্রিয় হতে পারে ॥

মনোগত ভাব তার বুঝি সাধুজন ।
 সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কন ॥
 সাধুজন তার সঙ্গে করিতে প্রণয় ।
 কোনরূপে গনে মনে ইচ্ছা নাহি হয় ॥
 তথাপি সে পুনঃপুনঃ আসি কয় কথা ।
 পণ্ডিতে তাহারে গাথা বলেন সৰ্ব্বথা ॥

৯২

কোন পুণ্যবান্ জন পুণ্যপুঞ্জ ফলে ।
 মানব হইয়া জন্ম লয় মহীতলে ॥
 বাণিজ্যাদি নানাকার্য্য করিয়া কোশলে ।
 বহু ধন উপার্জন করে বাহুবলে ॥
 উপযুক্ত লোক সব করি আনয়ন ।
 নিযুক্ত করেন কার্য্যে যেজন যেমন ॥
 ক্রমশঃ বিষয় বৃদ্ধি করেন যতনে ।
 জমিদারী আদি করি নানা রত্ন ধনে ॥

দেওয়ানা দি কারকুন মুনসী মুহুরী ।
 কেসিয়ার নায়েব গোমাস্তা কর্মচারী ॥
 বিষয় রক্ষার হেতু এই সবজনে ।
 নিযুক্ত করেন ধনি পরম যতনে ॥
 উপস্থিত ধনে বহুকীর্তি সংস্থাপন ।
 করি পরিমিত ব্যয় করেন পালন ।
 সকল বজায় রাখি দেহ সম্বরণ ।
 করেন ধনের স্বামী স্মরি নিরঞ্জন ॥
 তাহার থাকয়ে উত্তরাধিকারী যত !
 যদি সেই ধন ব্যয়ে হয় দুখচিত ॥
 সৎ বা অসৎ ব্যয়ে হারায়ে সর্বস্ব ।
 দীনহীন হয়ে পড়ে হয়ে যায় নিঃস্ব ॥
 পরিণামে দুঃখী হয়ে ভ্রমে অনুক্ষণ ।
 তাদৃশ জনেরে গাথা কহে বিচক্ষণ ॥
 ৯৩
 মন্বাদি প্রণীত ধর্মশাস্ত্র না দেখিয়া ।
 বেদর বিহিত ধর্ম মর্ম না বুঝিয়া ॥

পাত কত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করি ।

তদেশীয় ধর্ম শাস্ত্র মর্ম নাহি হেরি ॥

চাবিশ প্রকার বৌদ্ধমত নাহি জানি ।

কোরাণ বিহিত ধর্ম কর্ণে নাহি শুনি ॥

যয়ঃ ধর্ম প্রচারে সর্বদা হয় রত ।

বালক অবলাগণে নয়ে ঈতস্ততঃ ॥

ঈশ্বর প্রমঙ্গ করি কথা কয় নানা ।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে কেবা হবে রক্তমন ॥

কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্থ আছে যত জন ।

ঈশ্বর প্রমঙ্গ হলে তবে দেয় মন ॥

ইতর বংশজ বারা ভ্রমে নানা পথে ।

তারাও সময় ক্রমে ডাকে বিশ্বনাথে ॥

বিশ্বনাথ কথা ধূর্ত সর্বত্র কহিয়া ।

প্রথমতঃ সর্বজন মন আকর্ষিয়া ॥

পরিণামে অমূলক নিজধর্ম মত ।

প্রচার করিতে কথা কয় অবিরত ॥

প্রাচীন ধর্মের অঙ্গ কতক লইয়া ।
 তাহার ভিতরে নিজ মত মিলাইয়া ॥
 আপনি অতীব জ্ঞানী জানায় সকলে ।
 পৃজ্য হতে চায় সদা অবনীমণ্ডলে ॥
 জ্ঞানী লোক সন্নিধানে কদাচ না যায় ।
 বালক অবলাগণে সতত মজায় ॥
 তত্ত্বদর্শী বোধে সদা অভিমানেরয় ।
 এ কেমন জ্ঞানী গাথা বুঝাই নিশ্চয় ॥

৯৪

পিতৃপিতামহ যার থাকে অতি দীন ।
 অন্ন বস্ত্রাভাবে সদা শরীর মলিন ॥
 কাল কাটাইয়া যায় নানা দ্বার ফিরি ।
 তার পুত্র ভাগ্যবলে করিয়া চাকরি ॥
 ধনার্জন করিয়ে হঠাৎ বাবু হয় ।
 লম্বা চোড়া হয়ে সদা লম্বা কথা কয় ॥

চাপকান্ প্যান্টুন চাইন ঘড়ি ।
 শিরে শোভা করে কিবা শালের পাগড়ি ॥
 বুট পায়ে ছুট্‌ছাট্‌ করি কয় কথা ।
 সাহেবি ধরণে চলে রাস্তার সৰ্কীপা ॥
 ইহাকে দেগিয়া ঘৃণা করয়ে সকলে ।
 এ কেমন জেঁকো গাধা দেখ ভূমণ্ডলে ॥

৯৫

একস্থানে উপবিষ্ট হয়ে দশজনে ।
 কথা কর নানাবিধ মিক্ত আলাপনে ॥
 তাহার মধ্যেতে যেরা থাকয়ে নির্বোধ ।
 তারে রাগাইতে চায় সকল সুবোধ ॥
 সে জনে সুবোধ জ্ঞানে কথা কয় হাসি ।
 ত্রুদ্ধ করিবারে হয়ে কৌতুকাভিলাষী ॥
 শেষে সবাকার বাক্যে ইয়ে হতজ্ঞান ।
 ক্রোধান্বিত হয়ে হয় নিজে অপমান ॥

তাহারে থামায় পুনঃ শিক্তজন আমি' ।
সেজন কেমন গাধা বলনা প্রকাশি ॥

৯৬

যার পূর্বপুরুষেরা হয় অতি ধনী ।
বিক্ত বিচক্ষণ সভ্য ভব্য মধ্যে গণি ॥
গৌরব সম্ভ্রম মান রাখিবার তরে ।
ড্রাবিং ফেটিং জুড়ি চৌয়ুড়ি উপরে ॥
অথবা বেরুস পরি স্তখে আরোহিরা ।
অনাতিয়াদি সঙ্গে লোক লঙ্কর লইয়া ॥
আড়দালি ছলাছলি দেখিতে স্তন্দর ।
পোষাক ঝামকে যেন বিদ্যুৎ প্রথর ॥
সভায় সভায় করি শুভ আগমন ।
মানে কাটাইয়া কাল অন্তর্হিত হন ॥
তাহার পুত্রাদি যদি হয়ে ধনহীন ।
অস্বাভাবে বহুকষ্ট পায় অনুদিন ॥

তথাপি পৈতৃক চালে চলিবারে চায় ।
 আরদালি সঙ্গে সদা লোকালয়ে যায় ॥
 সকলে জানিয়ে তাঁর অবস্থা সকল ।
 তথাপি ঢাকিতে তিনি করেন কৌশল ॥
 বনেদি আপনি কর কথায় কথায় ।
 তাহার সমান গাথা কে আছে কোথায় ॥

৯৭

রাখিতে বিপুল বংশ ধনবানজনে,
 পোষ্যপুত্র লয়ে থাকে এভব ভবনে ।
 অতুল বৈভব আদি রক্ষার কারণ,
 পুত্রভাবে লয় তাঁরা পরের নন্দন ।
 ধনের অভাব নাই অতুলনা স্থখ,
 স্থখে থাকে পোষ্যপুত্র ভুলি পূর্ব দুখ ।
 এমন অনেক লোক আছে এসংসারে,
 ধনের অভাবে দিন যায় অনাহারে ।

সে যদি পরের পুত্রে পোষ্যপুত্র লয়।
এসংসারে সেজন কি গাথা কভু নয় ॥

৯৮

স্বরার হইয়ে দাস কতশত জন,
অকালে কালের কবে হয়েছে নিধন।
বাবা খুড়া জোঠা দাদা স্বরা করি পান;
ক্রমে ক্রমে সকলেই হারায়েছে প্রাণ।
রোগের যাতনা যত দেখিয়া নয়নে,
তথাচ বিরত নয় স্বরার সেবনে।
অকালে মরিব বলে নাহি করে ভয়,
এমন জনেরে গাথা সকলেই কয়।

৯৯

আপ্নন কামিনী, ভুবন মোহিনী,
অতুলনা রূপ রূপের সার,
হেরি রতিসতী, প্রিয়মাণ অতি,
সরমে বদন তোলেনা আর।

তবু পরদার, করে অনিবার,

সেজন কেমন কুজন মতি

সেজনেরে গাথা, বলিতে কি বাধা,

সুধির পণ্ডিত হলেও অতি ।

১০০

কবির কবির শক্তি অতুল ভূধনে ।

সুজনের মন তোষে বিবিধ রচনে ।

নূতন নূতন গান রসের ভাণ্ডার ।

পায়কে গাইয়ে তাহা করয়ে প্রচার ।

দাতার নিকটে তাহা করিয়ে সম্ভার ।

বহু পুরস্কার পায় আশার অতীত ।

কবিভাষা চলে যায় হয়ে ত্রিয়মান ।

সে কবি কি নয় কভু গাথার সমান ।

১০১

বিপুল ধনের অধিকারী কোন জন ।

পুত্রাভাবে পোষ্য পুত্র করেন গ্রহণ ॥

কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতি সকল ।
 অনুগত থাকে পুত্রবৎ আবকল ॥
 তাদের বঞ্চনা করে না করে সম্ভোগ ।
 কীর্তি যশোলাভে নাহি দেয় মনোযোগ ॥
 পোষ্যপুত্র প্রতি ধন করিয়া অর্পণ ।
 করেন ধনাধিপতি লীলী সন্মরণ ॥
 ধন পেয়ে পোষ্যপুত্র অত্যাচার করে ।
 আত্মীয় স্বজন প্রতি অতি দম্ভ ভরে ॥
 তাহাতে সকলে গালি সদা দেয় তাহে ।
 বেশি গালি দেয় তার পিতৃপিতামহে ॥
 এইরূপ বন্দোবস্ত বরে যেই জনা ॥
 তাহারে বলেন গাথা সব বিচক্ষণ ॥

১০২

কোন ব্যক্তি লেখে পত্র করিয়া গোপন
 লিপি বন্ধ করে তাহে স্বীয় প্রয়োজন

তত্রস্থিত কেহ যদি উঁকি বুঁকি দিয়া ।
পড়িবার চেষ্টা করে ঘাড় বাড়াইয়া ।
তাদৃশ জনেরে গাথা কেবা নাহি বলে
এই এক নরগাথা ভ্রমে ভ্রমণে ।

১০৩

কেহ পরানর্শ করে হইয়া নির্জন
অন্তরালে স্তব্ধভাবে থাকি কোন জন ॥
শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে অবিরত ।
কেহ পাছে দেখে মনে মনে ভাবে কত ॥
পদে পদে নানা অপমান হয় তার ।
আগরাই গাথা সেই গর্দভের মার

১০৪

অস্থিহীন রসনা কোমল অতিশয়,
অমৃত মাখান মেন অনুমান হয় ।
মধুর রসনা করি বাক্য মধু দান,
জগত জনের করে সুশীতল প্রাণ ।

এমন জিহ্বায় যেই কবু উক্তি করে,
তার সম গাথা নাই অবনী ভিতরে ।

১০৫

অন্য বৃক্ষে নাহি লাগে অন্য বৃক্ষ ছাল,
এইতো প্রবাদ দেশে আছে চিরকাল ।
তবু ধনবান নিজ বংশ রাখিবারে,
পোষ্যপুত্র লয়ে থাকে পরের কুশারে !
পরে পিতা বলি পরে পেয়ে নানা ধন,
ধরাকে সরার সম করে দরশন ।
অপব্যয়ে ধন ক্ষয় করে অক্ষারণ ।
পোষ্যপুত্র প্রায় নহে স্থশিল স্রজন ।
এসব জানিয়ে যেবা পোষ্যপুত্র লয়,
তাহারে বলিতে গাথা এতইকি ভয় ।

১০৬

অবশ্য জামাই বটে যতনের ধন,
মেয়ে দিয়ে পাওয়া যায় পরের নন্দন ।

জামাতা নিয়ত গৃহে রাখা ভাল নয়,
তনয়ার পতিধর্ম্য প্রায় নাহি রয় ।
বিশেষ যদ্যপি হয় ধনীর নন্দিনী,
কখন হবেনা সেই পতি প্রেমাধিনী ।
আর সেই গৃহে রাখে নাতিন জামাই,
এ দৌহার সম গাধা ত্রিভুবনে নাই ।

১০৭

সদ্বংশ জাত অতি স্থূল স্বজন,
চাকরি করিয়ে করে ধন উপাধ্যন ।
লেখা পড়া শিখিয়াছে করিয়ে ঘটন,
কেরাণীর কর্ম করে বুদ্ধে বিচক্ষণ ।
তাতেও সন্তুষ্ট যেই জন নাহি হয়,
মোসাহেব হয়ে ধনবান কাছে রয় ।
সময়ে সময়ে থনী দেয় নানা ধন,
তথাচ সন্তুষ্ট তার নাহি হয় মন ।

মানামান, বোধ নাহি তবু ভিক্ষা করে ।

সেজন কেমন গাথা অবনী ভিতরে ।

১০৮

একে অবিদ্বাশী নারী অবনী ভিতরে,

উচিত তাদের রাখা সম্বর্তন করে ।

বিশেষতঃ কুলের কামিনী যেই হয়,

নিরন্তর পতি প্রেমে মগ্ন হয়ে রয় ।

কিন্তু তার পতি যদি বেগ্যা গণ সঙ্গে,

নারীর সম্মুখে হয় মত্ত রস রঙ্গে ।

তখনি রমণী তার ছিড়ি প্রেম পাশ,

অপরের সঙ্গে করে প্রণয়ের আশ ।

এমন কুকর্ম্মে রত যেই জন হয়,

তাহারে বলিতে গাথা কে করিবে ভয় ।

